দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

বুয়েট সমাবর্তন ঃ আনন্দঘন স্মরণীয় একটি দিন

শাহেদুল আলম ঃ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সমাবর্তন উপলক্ষে বিভিন্ন রঙের গাউন পরিহিত গ্র্যাজুয়েটদের পদচারণায় শনিবার বুয়েট ক্যাম্পাস ছিল সজীব। মোট ৫শ' ৬ জন ছাত্রছাত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ প্রদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়া। বিভিন্ন অনুষদের ডীনবৃন্দ ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের চ্যান্সেলরের নিকট উপস্থাপন করেন।

আনুষ্ঠানিক ডিগ্রী প্রদান ছাড়াও ১৯৭২–৭৩ শিক্ষাবর্ষ হতে ১৯৮৮–৮৯ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মোট ২০ জন ছাত্রছাত্রীকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়। স্বর্ণপদকপ্রাপ্তদের বেশীর ভাগই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। তাদের কেউবা কর্মক্ষেত্রে বিদেশে আবার কেউবা উচ্চশিক্ষার্থে বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়েঅধ্য-য়নরত অনুপস্থিতদের পক্ষ হতে স্বর্ণ-পদক গ্রহণ করেন তাদের পরিবারেরসদস্যরা।

এই সব কৃতী ছাত্রছাত্রী বা তাদের গর্বিত আত্মীয়–স্বজনদের দর্শকরা করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন 'জানান। ১৯৮৪–৮৫ শিক্ষাবর্ষের পুরকৌশল বিভাগ হতে পাস করা সুদীপ শংকর ভট্টাচার্য দুটি স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক' আরেকটি 'মালিক আকরাম হোসেন স্বর্ণপদক। তার পক্ষে তার বাবা চ্যান্সেলরের হাত হতে স্বর্ণপদক আনার জন্য মঞ্চে ওঠলে দর্শকরা তুমুল করতালির মাধ্যমে তাকে অভিনন্দন জানান।

স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখানোর জন্য চ্যান্সেলর যাদের গলায় সোনার মেডেল পরিয়ে দেন তারা হলেন মোঃ এরশাদ আলী, রত্নাকর অধিকারী, বশির আহমেদ, মোঃ আলাউদ্দিন, ফরিদা নিলুফার, ক্যাথরিন ডেইজী গোমেজ ও মোঃ সাইফুর রহমান।

ডঃ রশীদ স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত আহসান হাবিব চৌধুরীর পক্ষে তার মা নূরুন্নাহার বেগম স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন। ছেলের কৃতিত্বে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমার খুব ভাল লাগছে। মা হিসাবে ছেলের কাছে আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।' তিনি জানান, তার ছেলে এখন আমেরিকার টেক্সাসে পিএইচডি করছেন। বর্তমানে তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল অনুষদের লেকচারার বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত মোঃ এরশাদ আলী বলেন, 'খুব ভাল লাগছে।' তিনি বলেন, এটা সারা জীবনের পড়াশোনার স্বীকৃতি।

এবারের চতুর্থ সমাবর্তনে একজন পিএইচডি ডিগ্রী পাবার গৌরব অর্জন করেছেন। তিনি হলেন রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এ কে এম মতিউর রহমান। একমাত্র তিনিই চ্যান্সেলরের হাত হতে সরাসরি তাঁর ডিগ্রীর মূল সনদ গ্রহণ করেন। পুরকৌশল বিভাগের এক-জন গ্র্যাজুয়েট সুকমল মদক–এর পক্ষে 'মালিক আকরাম হোসেন স্বর্ণপদক' গ্রহণ করেন তার শ্বশুর যন্ত্রকৌশল বিভা-গের অধ্যাপক ডঃ দীপক কান্তি দাশ।

সমাবর্তনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর সনদপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটরা ক্যাম্পাস জুড়ে ঘুরাফেরা করেন। গ্র্যাজুয়েটরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ছবি তুলছিলেন। ছাত্রছাত্রীরা ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মোহাম্মদ শাহজাহানকে অনেকক্ষণ ধরে অডিটরিয়ামের সামনে আটকে রাখেন। তারা ভিসিকে ঘিরে ছবি তুলছিলেন। বিভিন্ন বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রকল্যাণ পরিচালক ডঃ আইনুল নিশাতকেও ছাত্রছাত্রীরা তাদের সঙ্গে ছবি তুলতে নিয়ে আসেন। সবাই তাদের জীবনের এই স্মরণীয় মুহূর্তটিকে তাদের প্রিয় শিক্ষক ও বন্ধু–বান্ধবীদের সাথে ছবিতে ধরে রাখতে ব্যস্ত ছিলেন। স্থাপত্য বিভাগ হতে পাস করেছেন মুনীবুর রহমান ও তানজীনা আমীন। দুজনে স্বামী–স্ত্রী। পাস করার পরপরই বিয়ে করেছেন। জীবনের এই দুর্লভ মুহূর্তটিকে বেশ ভাল লেগেছে বলে জানান নব-দম্পতি। তারা বলেন, দুজনেই এখানকার না হলে হয়ত একসাথে সমাবর্তনে আসা যেতো না। কারণ অনুষ্ঠানে অতিথি আসতে দেয়া হয়নি। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় মুনীবুর একটি প্রাইভেট ফার্মে কাজ করছেন। আর তানজীন বুয়েটেই মাস্টার্স ডিগ্রী শেষ করছেন।

স্থাপত্য বিভাগের অপর গ্রাজুয়েট তামান্না রহমান। ইউকসুতে পরপর দুবার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাক পদে নির্বাচিত। বুয়েটের এই উজ্জ্বল ছাত্রী সমাবর্তন শেষে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, দারুণ লাগছে। নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ লাগছে। তামান্না রহমান বলেন, এখন থেকে তাকে বড় দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বুয়েট ফিল্ম সোসাইটি সমাবর্তনে আসা গ্র্যাজুয়েটদের জন্য একটি ফিল্ম শো–এর আয়োজন করে। শোতে একটি ছবি দেখানো হয়। 'ক্যান' চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত ছবিটি হল 'একটি জীবন'। ছবিটি বুয়েট অডিটরিয়ামে প্রদর্শিত হয়। এছাড়া আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্ট ফটোগ্রাফিক সোসাইটি সমাবর্তনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছবির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এখানে গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে ছবি বিক্রি করা হয়।

চতুর্থ সমাবর্তন উপলক্ষে গতকাল বুয়েটে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাদ ছাড়াও হলসমূহের ছাদেও পুলিশকে অবস্থান নিতে দেখা যায়। অডিটরিয়ামের ভিতর মূল অনুষ্ঠানে সবাইকে মেটাল ডিটেক্টরের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ক্যাম্পাস নিষিদ্ধ ছিল। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ছাড়াও মন্ত্রীবর্গ, এমপি, বিভিন্ন মিশনের কূটনীতিকবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্যবৃন্দসহ আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।